ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম পরিচিতি

ড. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আস-সুহাইম
অনুবাদক: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ইসলাম পরিচিতি

মূল: ড. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আস-সুহাইম
অনুবাদক: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ, ইবি. কুষ্টিয়া।

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯।

প্রকাশকাল: আগষ্ট ২০২২ ইং

পরিবেশনায়: (USA)
Ilm Publication, 147 West 12th street
Deer Park Long Island, New York 11729
Phone: 347 4882777

অনলাইন পরিবেশনায়
www.kashfulpro.com, www.rokomari.com
www.wafilife.com

ISBN : 978-984-95026-9-2

প্রচ্ছদ ও ইনারসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা। ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

মূল্য : ২৭০ [দুইশত সত্তর টাকা] টাকা মাত্র

ISLAM PORCITY. Edited by Professor Dr. Abu Bakar Muhammad Zakaria. Published by Kashful Prokashoni, 34 North Brok Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Mobile: +88 01731010740,, E-mail:kashfulprokashoni@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদকের ভূমিকা	০৭
ভূমিকা	১৩
সঠিক পথ কোনটি?	১৮
মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, প্রভূত্ব, এককত্ব ও একক ইবাদত প্রাপ্তির বর্ণনা	১৯
ইলাহ বা উপাস্যও একজনই হবেন	৩০
মহাজগতের সৃষ্টি	৩৮
মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য	৪৩
মানব সৃষ্টি ও তার মর্যাদা	৪৯
নারীর মর্যাদা	৫৬
ইয়াহূদী ধর্মে নারীর বিধান	৫৯
মানব সৃষ্টির হিকমত	৬২
মানুষের জন্য দীন-ধর্মের প্রয়োজনীয়তা	৬৬
সত্য দীনের চেনার উপায়	৭২
দীন-ধর্মের বিবিধ প্রকার	৮১
বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা	৮৪
নবুওয়াতের তাৎপর্য	৯২
নবুওয়াতের নিদর্শনাবলি	৯৮
মানুষের জন্য রাসূলের প্রয়োজনীয়তা	১০২
রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা	১০৬
পরকাল বা আখেরাত	১০৮
কিয়ামত দিবস বিশ্বাস করার উপকারিতা	১১৩
রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি	১১৫
চিরস্থায়ী রিসালাত	১১৯
খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি	১২৯
ইসলাম পরিচিতি	১৩২

ইসলাম শব্দের অর্থ:	১৩২
ইসলামের হাকীকত বা তাৎপর্য:	১৩৩
প্রথমত ফিত্বরাত বা মানব মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি:	১৩৪
দ্বিতীয়ত মানুষের ইচ্ছা ও পছন্দের স্বাধীনতা:	১৩৪
কুফরের প্রকৃত অবস্থা	১৩৬
ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও তার উৎসসমূহ	১৪১
(ক) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন:	১৪১
(খ) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ তথা হাদীস:	১৫০
দীনের স্তরসমূহ	১৫৪
দীনের প্রথম স্তর: ইসলাম	১৫৪
ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা	১৬১
দীনের দ্বিতীয় স্তর: ঈমান	১৬৪
প্রথমত: আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা:	১৬৪
দ্বিতীয়ত: ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান:	১৬৭
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান স্থাপনের কিছু উপকারিতা:	১৬৮
তৃতীয়ত: আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান	১৬৮
চতুর্থত: নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান	১৭৩
পঞ্চমত: কিয়ামত বা শেষ দিবসের ওপর ঈমান	১৭৬
ষষ্ঠত: তাকদীর বা ভাগ্যের ওপর ঈমান	১৮১
দীনের তৃতীয় স্তর: ইহসান	১৮৫
দীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলি	১৮৮
তাওবা	১৯৬
ইসলাম না গ্রহণ করার পরিণতি	২০১
উপসংহার	২১৩

সম্পাদকের ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহর জন্যই সকল হামদ ঘোষণা করছি। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও স্তুতি। আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন সালাত ও সালাম পেশ করেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। তারপর.....

অনেকের কাছেই মনে হতে পারে যে, ‘ইসলাম পরিচিতি’ কি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? আসলে গুরুত্ব নির্ভর করে একজন মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতার ওপর। অনেক মানুষকে দেখবেন তারা দুধ বিক্রি মাদক ক্রয় করছে; কারণ তার কাছে মাদক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আবার অনেককে দেখবেন মাদক বিক্রি করে দুধ ক্রয় করছে; কারণ তার কাছে দুধের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেকেই নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে সম্পদ অর্জন করে; কারণ তার কাছে সে সম্পদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার অনেকে সম্পদ খরচ করে স্বাস্থ্য ঠিক রাখে; কারণ তার কাছে স্বাস্থ্য বেশি গুরুত্ব পাওয়ার হক্বদার। একই নিয়মে যদি আসি আমরা দেখব, অনেকের কাছে দুনিয়ার জীবনের মূল্য অনেক বেশি, আখেরাত বিনষ্ট করে দুনিয়া অর্জন করে চলেছে। আবার তার বিপরীতে অনেকে আখেরাতকে অতি বেশি স্থায়ী ও উত্তম বলে আল্লাহর বাণীতে বিশ্বাস করে সেটাকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়ে চলে একসময় তার রবের সান্নিধ্যে চলে গেছে। অনেকের কাছে দীনী জ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত উৎপাদনশীল খাত, এর মাধ্যমে সে মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে, যার পরিণতি সে আখেরাতে তার আসল জীবনে পাবে, সেজন্য সে নিজে ও তার পরিবারকে দীনের শিক্ষা প্রদানে সর্বস্ব বিনিয়োগ করে। তারা বিশ্বাস করে চলেছে যে, তাদের রব বলেছেন ‘এ আখেরাতের বাড়ী-ঘর আমি তাদের জন্য রেখেছি যারা দুনিয়াতে উঁচু মর্যাদার হতে চাইত না আর ফাসাদও করত না।’ আবার তার বিপরীতে অনেকের কাছে দীনী জ্ঞানের কোনো গুরুত্ব নেই, অনুৎপাদনশীল খাত, কারণ এর দ্বারা দুনিয়াতে শাসকদের চাকর-বাকর কিংবা দুনিয়ার ফির‘আউন, কারূন ও হামান হওয়া যাচ্ছে না, এর মাধ্যমে দুনিয়াতে বড় বড় পদগুলো দখল করা যাচ্ছে না। সুতরাং তারা মনে করে যে কোনোভাবে নশ্বর জগতের উঁচু হওয়া ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

হওয়া খুবই পছন্দের। এর জন্য যদি কাউকে মেরে ফেলতে হয় তবে তাই হবে, কারো মুখের উপর লাগাম লাগাতে হলে তাও লাগাবে।

মোটকথা, গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারণ হয় মানুষের প্রকৃত চিন্তাশক্তির উন্নতি কিংবা অবনতির ওপর। দুনিয়াতে অনেক নাস্তিক, কাফির, মুনাফিকরা ঈমানদারদের দেখে নাক সিটকায়, তারা ঈমানদারদের পাশে বসার সময়ও প্রগতিহীনতার গন্ধ অনুভব করে, 'তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পরস্পর টিপ্পনী কাটে', আর মনে মনে বলে, এরা তো একটা সিস্টেমে পড়ে নিজেদের জীবন-যৌবন যেমন নষ্ট করেছে অন্যদের জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলছে, তাই তাদের প্রতিহত করা দরকার। এরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। এরা মানুষের মাঝে ধর্ম নামক আফিম ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আফসোস তাদের জন্য। এমনি হাজারো চিন্তা সেসব লোকদের মনে-প্রাণে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরছে।

তার বিপরীতে ঈমানদার ভাবে, হায়! এ নাস্তিক, কাফির, মুনাফিক মানুষগুলো যদি বুঝতো যে, তাদেরকে দুনিয়ার বুকে 'খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি', 'তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন করে সৃষ্টি করা হয়নি', 'তাদেরকে প্রতি কাজের জবাবদিহী করতে হবে', দুনিয়ার সুন্দর চাকচিক্যের পরে আগুনের শাস্তির বিশালতা তাদের পেয়ে বসবে, তখন ঈমানদার তার যত শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে সব ব্যয় করে তাদেরকে 'সে আগুন থেকে বাঁচাতে তার কোমর ধরে টেনে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে'।

এভাবেই দু'টি বিশাল রেখা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে চলে গেছে। এখন যারা এর মধ্যকার সঠিক রেখা ইসলামের অনুসারী হয়েছে, তারা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। কারণ 'আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম', 'সকল নবী-রাসূলই ইসলামের ওপর ছিলেন', 'ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু আল্লাহ তা'আলা কারো থেকে গ্রহণ করবেন না', 'ইসলামকে দীন হিসেবে দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট', দীন ও দুনিয়ার সকল কিছুর জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কারো কাছে সমাধানের জন্য প্রত্যাবর্তন করলে মানুষ আল্লাহর রোষানলে পড়বে বলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'ইসলাম' কী? এ ব্যাপারে মানুষের বিচিত্রতার শেষ নেই। যেমন,

ক. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এক শ্রেণির লোক আছে, তাদের

- কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে, নিজেকে মুসলিম বলে ভোটার

লিস্টে কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্রে নাম লেখানো।

- কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে বিভিন্ন পর্ব মোতাবেক কিছু আমল করা, হালাল-হারামের সীমারেখার বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খ. ইসলাম সম্পর্ক ভুল বুঝ কিংবা অমুসলিমদের দেয়া বুঝের অনুসরণের কারণে তাদের

- কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে কুরআন নিয়ে গবেষণা করা, নিজের মতো করে তা বুঝার চেষ্টা করা, রাসূলের হাদীসের দিকে না তাকানো।
- কারও কারও কাছে ইসলাম থাকবে শুধু ব্যক্তির মননে, মানসে, বাইরের জীবনের সাথে তার সম্পৃক্ততা বেমানান।
- কারও কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে শুধু বাইরের লেভেল, অন্তরে কিংবা বিশ্বাসে সেটার প্রতিফলন দেখানো বাড়াবাড়ি।
- কারও কারও কাছে ইসলাম তো শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, দেশ পরিচালনা এগুলোতে ইসলামের অনুপ্রবেশ অনভিপ্রেত।
- কারও কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে বছরে বিভিন্ন সময়ে আনুষ্ঠানিক হাজিরা দেয়া, সবসময় সেটি মেনে চলার নেই কোনো বাধ্যবাধকতা।

গ. ইসলাম সম্পর্কে আংশিক বুঝের অনুসরণের কারণে তাদের

- কারও কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে শেষ জীবনে ঘর আর মসজিদে পড়ে থাকা। প্রাথমিক জীবনে ইসলামের প্রভাব নিয়ে চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে অকর্মণ্য করে তোলা।
- কারও কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে কিছু জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও বক্তব্য; যার মাধ্যমে সাধারণদের তাক লাগিয়ে দেয়া যায় আর বিশেষ লোকদের বাহবা কুড়ানো যায়।
- কারও কারও মতে ইসলাম হচ্ছে মিছিল-মিটিং করে নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তির বেসাতি করা, নিজেদের জীবনকে এর মাধ্যমে ফোকাস করা।
- কারও কারও মতে, ইসলাম শুধু আখলাকের নাম।
- কারও কারও মতে, ইসলাম শুধু লেনদেনের নাম।

- কারও কারও মতে, ইসলাম শুধু আমল করার নাম।
- কারও কারও মতে, ইসলাম হচ্ছে সারা জীবনের জন্য বের হয়ে পড়া।
- কারও কারও মতে, ইসলাম হচ্ছে দরবার খুলে কারামাত আর কাহিনীর মাধ্যমে মানুষদেরকে বঁদ করে রাখা।

ঘ. প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যবাদীদের জোরালো অপপ্রচারের কারণে, তাদের

- কারও কারও মতে, ইসলামের পরিচয় নিতে হবে কাফির, ইয়াহূদী-নাসারাদের থেকে।
- কারও কারও মতে, ইসলাম মানেই মানবতাবাদিতা আর মানবতাবাদিতা মানেই ইসলাম।
- কারও কারও মতে, ইসলাম তো সমাজতন্ত্রের অপর নাম।
- কারও কারও মতে, ইসলাম তো কমিউনিজমের বিশেষ রূপ।
- কারও কারও মতে, ইসলাম তো মানুষের তৈরি সকল মতবাদকেই আত্মস্থ করে নেয়।
- কারও কারও মতে, মানবরচিত এসব মতবাদ আসলে ইসলামেরই অপর নাম।

ঙ. তথাকথিত আধুনিকতা বা জড়বাদীদের দ্বারা প্রভাবিতদের

- কারও কারও মতে, ইসলাম বর্বর হয়ে এসেছিল এটাকে সভ্য বানাতে হবে।
- কারও কারও মতে, ইসলামের অনুশাসন এত কঠিন যে, তা বাস্তবায়ন করা যায় না বা সে চেষ্টা করা অমার্জনীয় অপরাধ হবে।
- কারও কারও মতে, ইসলামের বিধি-বিধানের পূর্বকালের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে।
- কারও কারও কাছে ইসলাম হচ্ছে সেটাই যা সে মনে মনে ধারণ করে ও যা তার প্রবৃত্তি তার জন্য উদ্গীরণ করে।

এভাবে ইসলামকে একেকজন একেকভাবে বিবৃত করেছে। এদের মধ্যে কেউ আছে, যারা না জেনে অন্ধের হাতি দেখার মতো করে ইসলামকে উপস্থাপন করছে। আবার কেউ আছে, যারা জেনে বুঝে নিজের বা অন্যদের প্ররোচনায় ইসলামকে বিকৃতরূপে তুলে ধরছে।

বস্তুত ইসলামকে আমার আর আপনার মন মতো বানিয়ে নিলেই তো

হবে না। ইসলাম কী, তা বুঝার জন্য ইসলাম যিনি দিয়েছেন এবং যার মাধ্যমে দিয়েছেন তার শরণাপন্ন হতে হবে। আমরা বুঝি, ব্যাপক অর্থে ইসলাম হচ্ছে, 'আল-ইস্তিসলামু লিল্লাহি বিত-তাওহীদ, ওয়াল-ইনক্বিয়াদু লাহু বিত-তা'য়াতি, ওয়াল বারাআতু মিনাশ শিরকি ওয়া আহলিহী।' অর্থাৎ 'তাওহীদসহ মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন, তাঁর যথাযথ আনুগত্যের মাধ্যমে মান্য করার দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং শির্ক ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে বিমুক্তকরণ।' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর জন্য তাওহীদ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আর যা এ কাজে বাধা হয় তা থেকে ও যারা এ কাজে বাধা দেয় তাদের থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করা।

আর বিশেষ অর্থে ইসলাম হচ্ছে, একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদন, আদর্শ, সীরাত, সূরত বা চরিত্র ও জীবনী, ভালোবাসা জানানোর সাথে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে একাত্ম করে নেয়া। আর এটা করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা।

আজ আমাদের দরকার ইসলামকে তার মৌলিক অবস্থায় জানা, সেটাকে নিজের জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা। এ কাজটিরই বর্তমানে বড় অভাব। এতে আমরা দ্বিমুখী অপরাধ করে চলেছি, প্রথমত আমরা নিজেরা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছি, অপরদিকে অন্য ধর্ম ও মতবাদের লোকদের কাছে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে তুলে ধরে চলেছি। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের সঠিক পরিচিতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি প্রয়াস মাত্র।

আমি এ গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, অনুবাদ-সম্পাদক (নিজেকে) কবুল করা ও তাদেরকে জাযায়ে খাইর দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। তিনিই শুধু কবুলকারী ও উত্তম প্রতিদান প্রদানকারী।

আর আমাদের সর্বশেষ দো'আ ও দাবি হচ্ছে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

আল্লাহর রহমতের আকাঙ্ক্ষী-

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

৩৯/১, মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া,
টংগী, গাজীপুর।

দুপুর, ১২:৫৫ মিনিট।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের আত্মার যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে এবং আমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও অসংখ্য শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

অতঃপর...

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে বিশ্ববাসীর নিকট এজন্য প্রেরণ করেছেন, যেন তারা রাসূল আগমনের পরে আল্লাহর দরবারে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে। আর তিনি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা হিদায়াত, রহমত, আলো এবং রোগমুক্তি। আর ইতোপূর্বে রাসূলগণকে বিশেষভাবে তাদের স্বজাতির নিকট প্রেরণ করা হতো এবং তারাই তাদের কিতাবসমূহকে হিফাযত করতেন। ফলে (তাদের মৃত্যুর পর) তাদের লেখাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তাদের শরী'আতও বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। কারণ তা নির্দিষ্ট একটি জাতির নিকট এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন। তাঁকে তিনি সমস্ত নবী ও রাসূলগণের পরিসমাপ্তকারী ও শেষ নবী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [الاحزاب: ٤٠]

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" [সূরা আল-আহযাব: ৪০] আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বোত্তম কিতাব মহাগ্রন্থ 'আল কুরআন' অবতীর্ণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি এর হিফাযতের দায়িত্ব তাঁর কোনো সৃষ্টিজীবের ওপর ছেড়ে দেননি। যেমন, তিনি বলেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩﴾ [الحجر: ٩]

"নিশ্চয় আমরা কুরআন[১] নাযিল করেছি, আর আমরাই তার হিফাযতকারী।" [সূরা আল-হিজর: ৯] আল্লাহ তা'আলা তাঁর শরী'আতকে কিয়ামত অবধি স্থায়ী করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর শরী'আত অবশিষ্ট থাকার আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হলো- তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর দিকে আহ্বান করা, তাঁর ওপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও পদ্ধতি এবং তাঁর পরে তাঁর অনুসারীগণের পথ ও পদ্ধতি হলো, জেনে-বুঝে সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এই পদ্ধতির কথা আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে বলেন,

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۝١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٧]

"বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পথে কষ্টের জন্য ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ۝٣٥﴾ [الاحقاف: ٣٥]

"সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

---

১. ٱلذِّكۡرَ দ্বারা উদ্দেশ্য আল-কুরআন।

রাসূলগণ।” [সূরা আল-আহকাফ: ৩৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠﴾

[آل عمران: ٢٠٠]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আলে ইমরান: ২০০]

মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই চিরন্তন পদ্ধতির অনুসরণ করে, আমি তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে এ গ্রন্থটি আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে রচনা করি। এতে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ও তার মর্যাদা, তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ, সাবেক ধর্মগুলোর অবস্থা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। অতঃপর ইসলামের অর্থ এবং রোকনসমূহের পরিচয় তুলে ধরেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াত চায়, তার সামনে এগুলোই তার প্রমাণপঞ্জি। আর যে ব্যক্তি নাজাত বা মুক্তি চায়, তার জন্য আমি সে পথের বিশ্লেষণ করেছি। যারা নবী, রাসূল ও সৎ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়, তাদের জন্য পথ এটিই। আর যে ব্যক্তি তা পরিহার করে, সে একান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় এবং সে পথভ্রষ্ট রাস্তার অনুসরণ করে।

প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ, তারা তাদের ধর্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, অন্যদের তুলনায় হক বা সত্য তাদের সাথেই রয়েছে (অর্থাৎ তারাই একমাত্র সত্যের ওপর রয়েছে)। প্রত্যেক আকীদা-বিশ্বাসী মানুষ অন্য মানুষকে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-বাহকের আকীদার অনুসরণ এবং তাদের মতাবলম্বী দল নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার দিকে আহ্বান করে।

পক্ষান্তরে কোনো মুসলিম কাউকে তার পথ অনুসরণ করার আহ্বান করে না। কারণ, তার নির্দিষ্ট বা আলাদা কোনো পথ বা আদর্শ নেই। বরং তার দীন তো আল্লাহরই দীন, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ وَمَا ١٩﴾ [آل عمران: ١٩]

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯] সে কোনো মানুষকে সর্বমহান গণ্য দিকেও আহ্বান করে না। কারণ, আল্লাহর দীনের সামনে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ছাড়া তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং একজন মুসলিম মানুষকে তাদের রবের পথে অবলম্বন করতে, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনতে, আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে শরী'আত অবতীর্ণ করেছেন এবং সকল মানুষের নিকট তা পৌঁছে দেয়ার আদেশ করেছেন, তা অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করেন।

বস্তুত এ কারণেই আল্লাহর মনোনীত দীন; যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যা দিয়ে তিনি সর্বশেষ রাসূল প্রেরণ করেছেন, তার দিকে মানুষকে আহ্বানের লক্ষ্যে, যে হিদায়াত চায় তাকে পথপ্রদর্শন করা এবং যে মঙ্গল কামনা করে তার জন্য নির্দেশিকাস্বরূপ আমি এই কিতাব রচনা করেছি। আল্লাহর শপথ! একমাত্র এই দীন ব্যতীত কোনো সৃষ্টিকুলই প্রকৃত কল্যাণ বা সুখ পাবে না। আর যে ব্যক্তি রব হিসেবে আল্লাহর ওপর, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং দীন হিসেবে ইসলামের ওপর ঈমান-দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সত্যিকারের প্রশান্তি পাবে না। অতীত ও বর্তমান যুগে হাজার হাজার ইসলামের সুপথ প্রাপ্তগণ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরই প্রকৃত জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করা ছাড়া তারা প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি।

প্রত্যেক মানুষই কল্যাণের দিকে তাকিয়ে থাকে, প্রশান্তি অনুসন্ধান করে এবং এবং বাস্তবতা খুঁজে বেড়ায়। তাই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি, আর আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই আমলকে নির্ভেজালভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর পথের একজন দা'ঈ (আহ্বানকারী) হিসেবে গণ্য করেন। তিনি যেন এই কাজটিকে ঐসব সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত করেন, যা তার সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকার পৌঁছায়।

আর যে বা যারা বইটি ছাপাতে অথবা যেকোনো ভাষাতে অনুবাদ করতে

চায়, আমি তাদেরকে এর অনুমতি দিলাম। তবে শর্ত হলো, যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে, অনুবাদের ক্ষেত্রে যেন আমানতদারিতা রক্ষা করে। আর আমাকে অনুবাদের এক কপি দিয়ে তিনি যেন আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, যাতে করে তা হতে উপকার লাভ করতে পারি এবং একই পরিশ্রম যেন বারবার না করা হয়।

অনুরূপভাবে আমি আশা করি, যদি কারো কোনো প্রকার মন্তব্য অথবা সংশোধনী থাকে, চাই তা মূল আরবী কিতাব সম্পর্কে হোক অথবা এর যেকোনো ভাষায় অনুবাদিত কিতাব সম্পর্কে হোক, তিনি যেন আমাকে আমার নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছে দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, সর্বোপরে ও সর্বনিকটে। প্রকাশ্যে ও গোপনে, শুরু ও শেষে একমাত্র তাঁরই প্রশংসা। তাঁর জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আসমানসমূহ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং আমাদের রব অন্য যা কিছু চান, তা পূর্ণ করে দেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর সাহাবীগণের ওপর এবং যারা তাঁর পথ ও পন্থার ওপর চলে, তাদের সকলের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

লেখক-

ড. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ আস সুহাইম

রিয়াদ: ১৩/১০/১৪২০ হিজরী
পোষ্ট বক্স ১০৩২, রিয়াদ: ১৩৪২
পোষ্ট বক্স ৬২৪৯, রিয়াদ: ১১৪৪২

সঠিক পথ কোনটি?

মানুষ যখন বড় হতে শুরু করে এবং বুঝতে শিখে তখন তার মাথায় বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে। যেমন, আমি কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, আবার কোথায় আমার গন্তব্য? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কে আমার আশপাশের পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, কে এই পৃথিবীর মালিক এবং কে এ পৃথিবী পরিচালক? এ ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খায়।

মানুষ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজেই জানতে পারে না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেয়ার মত উন্নতি লাভ করেনি। কারণ, এগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো দীনের গণ্ডিভুক্ত ও তার সীমারেখার বিষয়। এ কারণেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে রয়েছে একাধিক বর্ণনা, বিভিন্ন কুসংস্কার ও অসংখ্য রূপকথা রচিত হয়েছে, যা মানুষের হতভম্বতা ও দুশ্চিন্তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত একজন মানুষ এ বিষয়গুলোর পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট উত্তর তখনই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন সঠিক দীনের পথ প্রদর্শন করবেন, যে দীন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং এ ধরনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

কারণ, এ বিষয়গুলো এমনই বিষয় যেগুলো গায়েবী তথা অদৃশ্য বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। সঠিক দীনই শুধুমাত্র সত্য, সঠিক ও হকের কথা বলে। কেননা, দীন এককভাবে কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে আল্লাহ তা'আলা তার নবী ও রাসূলগণের নিকট ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কারণেই প্রত্যেক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক হলো, সঠিক দীন অন্বেষণ করা, দীনের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা। যাতে করে তার থেকে সন্দেহ, সংশয় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হয় এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

প্রিয় পাঠক! নিম্নোক্ত পাতাগুলোতে আমি আপনাকে মহান আল্লাহর একমাত্র সঠিক পথের অনুসরণ করতে আহ্বান করবো এবং সাথে সাথে আপনার সামনে এর কতক অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উল্লেখ করবো, যাতে করে আপনি মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে বিষয়গুলো খেয়াল করেন।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, এককত্ব ও একক ইবাদত প্রাপ্তির বর্ণনা[২]

কাফিররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের বানানো উপাস্য ও সৃষ্টি অর্থাৎ গাছ-পালা, পাথর এবং মানুষের উপাসনা করে থাকে। আর এজন্যই ইয়াহূদী ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলি বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এবং তিনি কোত্থেকে আসলেন তাও জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পরিচয় জানিয়ে নিচের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾ [الاخلاص: ١، ٥]

“(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।” [সূরা আল-ইখলাস: ১-৪] আর তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٥٤﴾ [الاعراف: ٥٣]

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৫৪] মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ

---

২. বিস্তারিত দেখুন: শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ‘আল আকীদা আস-সহীহা ওমা ইউদ্বাদ্দুহা’ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ‘আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ’।

وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

[الرعد: ٢، ٣]

"আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" [সূরা আর-রা'দ: ২, ৩] অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ۝ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۝﴾ [الرعد: ٨، ٩]

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।" [সূরা আর-রা'দ: ৮, ৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ ۝﴾ [الرعد: ١٦]

"বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে যারা